

নতুন পিসি বা ল্যাপটপ কমপিউটার খুব দ্রুতগতিতে স্টার্টআপ হয়। শুধু তাই নয়, যেকোনো কাজ যেমন খুব স্বাভাবিকভাবে করা যায়, তেমনি খুব দ্রুতগতিতেও করা যায়। অর্থাৎ নতুন পিসি বা ল্যাপটপে তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো কাজ করা যায়। কিন্তু পিসি বা ল্যাপটপের এমন চমৎকার অবস্থা খুব বেশিদিন স্থায়ী থাকে না। পিসি বা ল্যাপটপের ব্যবহারকারীরা খুব বেশি দিন তাদের প্রতিদিনের কমপিউটিংয়ের কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। কেননা, পিসি বা ল্যাপটপ যত বেশি ব্যবহার হবে, ধীরে ধীরে তত বেশি এর স্বাভাবিক কাজের গতি বা কার্যকর ক্ষমতা হারাতে থাকবে।

দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে পিসির গতি কমে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ অপ্রয়োজনীয় উপাদান তথা ডাটা বা সফটওয়্যার দিয়ে সিস্টেম পরিপূর্ণ হওয়া। ব্যবহারকারী তার কমপিউটিং জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিভিন্ন ডাটা ইনপুট, সফটওয়্যার/ইউটিলিটি ইনস্টল ও আনইনস্টল করে থাকেন। সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইনস্টল ও আনইনস্টল করার ফলে কিছু উপাদান সিস্টেমে রয়ে যায়। এসব উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী টুল দিয়েও সহজে ডিলিট করা যায় না। এভাবে ব্যবহারকারীর সিস্টেম এক সময় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। ফলে পিসি বা ল্যাপটপের স্বাভাবিক গতি অনেক কমে যাবে এবং সিস্টেম তার স্বাভাবিক পারফরম্যান্স দেখাতে পারবে না।

সিস্টেমের স্বাভাবিক গতি যে কারণেই কমে যাক না কেন, এর সমাধানও রয়েছে। এ কথা ঠিক, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে সিস্টেমের গতি কমে গেলেও বিভিন্ন ধরনের টুল ব্যবহার করে এবং কিছু কৌশল অবলম্বন করে পিসির গতি কিছুটা উন্নত করা যায়, তবে তা কখনই নতুন পিসির গতির মতো হবে না, যা আপনাকে অভিভূত করবে। পিসি বা ল্যাপটপের গতি বাড়ানোর জন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

সিক্লিনার দিয়ে গতি বাড়ানো

প্রথমেই প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে নিশ্চিত করতে হবে— পীড়িত কমপিউটারটি অপ্রয়োজনীয় ডাটা ও সফটওয়্যার/ইউটিলিটি দিয়ে ভারাক্রান্ত নয়। এক সময় ব্যবহারকারীর কমপিউটার বিভিন্ন ধরনের স্ক্র্যাপ কোড দিয়ে সৃষ্টি করবে ডিজিটাল মাকড়সার জালের মতো অবস্থা, যা সিস্টেমকে প্রকৃত অর্থে ধীরগতিসম্পন্ন করে তুলবে। এমন অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য অনেক ইউটিলিটি ডিজাইন করা হয়েছে, যেগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ফাইল ও এক্সটেনশন খুঁজে বের করে অপসারণ করতে পারে। এ ধরনের কাজের জন্য সেরা ইউটিলিটি হলো সিক্লিনার। সিক্লিনার একটি ফ্রি ইউটিলিটি, যা হার্ডডিস্কে ঘষে পরিষ্কার করে সব অপ্রয়োজনীয় ফাইল, যেগুলো প্রচুর পরিমাণে হার্ডডিস্ক স্পেস ব্যবহার করে। এর সাথে আরও পরিষ্কার করে টেম্পোরারি ফাইল, ইন্টারনেট কুকিজ ও অব্যবহৃত রেজিস্ট্রি ফাইল। সিক্লিনার টুলের আরেকটি বাড়তি সুবিধা হলো এর রেজিস্ট্রি ট্যাব। রেজিস্ট্রি ট্যাব সুযোগ দেয় ব্যবহারকারীর সিস্টেমের রেজিস্ট্রি

পুরনো ল্যাপটপ বা পিসির গতি বাড়ানোর ১০ টুল

তাসনীম মাহমুদ

উইন্ডোজ রেডিবুস্ট

যদি উইন্ডোজ ভিস্টা বা এর পরের কোনো উইন্ডোজ ভার্সন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনি কমপিউটারের গতি তথা স্পিড বাড়াতে পারবেন ReadyBoost নামের ইনবিল্ট ফাংশন ব্যবহার করে। এ ফাংশন কমপিউটারে সামান্য বাড়তি কিছু মেমরি দেয়ার জন্য একটি এক্সটার্নাল ফ্ল্যাশড্রাইভ ব্যবহারের সুযোগ দেবে। এটি সিস্টেমের র্যামের জন্য টার্বো চার্জার হিসেবে কাজ করে। এটি ক্যাসিংয়ের জন্য ব্যবহার করবে ফ্ল্যাশড্রাইভের মেমরির একটি সেকশন, যা হার্ডড্রাইভের র্যান্ডম রিড অ্যাক্সেসের স্পিড বাড়িয়ে দেবে।

তবে এ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার ব্যাপারে এখনও বেশ সংশয় রয়েছে এবং র্যাম যদি সীমিত হয়, তাহলেই শুধু বিবেচনা করা যেতে পারে। উইন্ডোজ রেডিবুস্টে কাজ করতে চাইলে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করুন :

ধাপ-১ : একটি ফ্ল্যাশ মেমরি ডিভাইসে প্লাগইন করুন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ন্যূনতম মাঝারি আকারের (২ গিগাবাইট) ইউএসবি ব্যবহার করা উচিত।

ধাপ-২ : আপনি এই ড্রাইভে কী করতে চান তা জানতে একটি Autoplay ডায়ালগ বক্স আবির্ভূত হবে। এবার 'Speed up my system using windows Readyboost' অপশন সিলেক্ট করুন। এর ফলে আরেকটি উইন্ডো ওপেন হবে, যেখানে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন বুস্টিংয়ের জন্য ডিভাইসে যে পরিমাণ স্পেস অ্যালোকেট হবে তার পরিমাণ।

ধাপ-৩ : মাইক্রোসফট রিকোমেন্ট করে, যতটুকু র্যাম আছে ইউএসবি যেন তার ন্যূনতম স্পেস ব্যবহার করে। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, কমপিউটারের স্পিড বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা উচিত সব জিনিস, বিশেষ করে ড্রাইভ।

ধাপ-৪ : আপনার ড্রাইভের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ সিলেক্ট করে সেটিংকে নিশ্চিত করলে বক্স বন্ধ হয়ে যাবে এবং আপনার কমপিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিটেক্ট হবে ও ড্রাইভকে ব্যবহার করবে যখন প্ল্যাগইন করা হবে।



সিক্লিনারের স্ক্রিনার অপশনের ডিস্ক অ্যানালাইজ করা

আর্কাইভ স্ক্যান করা এবং অনাবশ্যকতা ফিল্ড বা অন্যান্য সমস্যা ফিল্ড করা। এর ফলে সিস্টেমের স্পিড কিছুটা উন্নত হয়। টুলস ট্যাবের মাধ্যমে আপনি প্রোথ্রাম আনইনস্টল করতে পারবেন, ডিজ্যাবল করতে পারবেন স্টার্টআপ প্রোথ্রাম ও কোন ধরনের ফাইল ব্যবহারকারীর হার্ডডিস্কের সবচেয়ে বেশি স্পেস ব্যবহার করছে, তা বের করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, লোকেট করতে পারবেন ডুপ্লিকেট ফাইলও।

সিক্লিনারে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করুন :

ধাপ-১ : সিক্লিনার ডাউনলোড করার পর তা ইনস্টল করুন। এরপর প্রোথ্রাম চালু করুন। বাই-ডিফল্ট সিক্লিনার ওপেন করে 'Cleaner' ট্যাব।

ধাপ-২ : আপনি যেসব উপাদান পরিষ্কার করতে চান, সেসব উপাদান এখান থেকেই ফাইল টিউন করতে পারবেন। স্ক্যান করার জন্য আপনি নির্দিষ্ট কোনো প্রোথ্রাম বা ওএস কম্পোনেন্ট বেছে নিতে পারবেন। এমনকি এর মধ্য থেকে কোনো ফাইল অপসারণ করতে চান, তাও বেছে নিতে পারবেন।

ধাপ-৩ : যদি স্ক্যান সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে 'Analyse' বাটনে ক্লিক করে জেনে নিতে পারবেন কতটুকু স্পেস আপনি ফ্রি করতে পারবেন। স্ক্যান সম্পন্ন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অন্যান্য অ্যাডজাস্টমেন্ট সম্পন্ন করুন এবং এরপর Run Cleaner বাটনে ক্লিক করুন ফাইল অপসারণের জন্য।

স্টার্টআপ প্রোথ্রাম ডিজ্যাবল করা

ল্যাপটপ বা পিসির গতি বাড়ানোর আরেকটি ভালো কৌশল বা টিপ হলো স্টার্টআপ প্রোথ্রাম ডিজ্যাবল করা। এসব প্রোথ্রাম হলো সেসব প্রোথ্রাম, যেগুলো প্রতিবার কমপিউটার চালু করলেই বুট হয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করে।

সাধারণত এসব প্রোথ্রামকে ডিজ্যাবল করা যায় এবং যখন প্রয়োজন হবে তখনই এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। এর অর্থ অবিরত অপারেশনের মাধ্যমে সিস্টেমের গতি না কমানো।

অপ্রয়োজনীয় স্টার্টআপ প্রোগ্রাম ডিজ্যাবল করতে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করুন :

ধাপ-১ : উইন্ডোজের আগের ভার্সনে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হতে না পারে, সেজন্য স্টার্ট মেনু চালু করে msconfig টাইপ করুন। এর ফলে সিস্টেম কনফিগারেশন মেনু ওপেন হবে। উইন্ডোজ ৮ ব্যবহারকারীরা টাস্ক ম্যানেজারে স্টার্টআপ প্রোগ্রামের লিস্ট খুঁজে পাবেন।

ধাপ-২ : 'startup' ট্যাবে সুইচ করে লিস্টকে স্ক্রল ডাউন করুন এবং এ মুহূর্তে আপনার দরকার নেই এমন কোনো প্রোগ্রাম আছে কি না খুঁজে দেখুন। যেকোনো অ্যান্টিভাইরাস সার্ভিস, মাইক্রোসফটের প্রোগ্রাম বা পিসি প্রস্তুতকারকের দেয়া কোনো প্রোগ্রাম বা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোগ্রাম, যেগুলো আপনি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন সেগুলো সিস্টেমে রেখে দেয়া উচিত অর্থাৎ এগুলো ডিলিট করা উচিত নয়। অ্যাডোবি রিডার বা অন্য যেকোনো আপডেট চেকার নিরাপদে আনচেক করতে পারেন।

ধাপ-৩ : যেসব প্রোগ্রাম আপনার দরকার নেই, সেগুলো আনচেক করে Apply বাটনে ক্লিক করে Ok-তে ক্লিক করুন। এরপর সিস্টেমকে রিবুট করুন পরিবর্তনগুলোকে চূড়ান্ত করার জন্য।

বিকল্প প্রোগ্রাম ব্যবহার করা

তুলনামূলকভাবে পুরনো পিসিতে সচরাচর আধুনিক রিসোর্স ও গ্রাফিক্স-ইনটেনসিভ সফটওয়্যারের সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন- ফটোশপ কম ক্ষমতার কমপিউটারে খুব ধীরে রান করে। ফটোশপের বিকল্প হিসেবে একটি ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম, যেমন কম ইন্টেনসিভ GIMP ব্যবহার করা যেতে পারে। GIMP-এর জন্য দরকার ফটোশপের এক ভগ্নাংশ ডিস্ক স্পেস এবং পাওয়ার বা ক্ষমতা, যা মেইনটেন করে একটি ভালো লেভেলের সফিস্টিকেশন। এ ধরনের যেসব প্রোগ্রাম অর্থাৎ ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম আপনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবেন, সেসব প্রোগ্রামের একটি লিস্ট তৈরি করুন, যেগুলো সত্যিকার অর্থে অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন।

অ্যানিমেশন বন্ধ করা

অ্যানিমেশন ও ফেসি ডিজ্যুয়াল ইফেক্ট অবশ্যই উইন্ডোজকে আকর্ষণীয় লুক দেয় ঠিকই, তবে প্রচুর পরিমাণে প্রসেসিং পাওয়ার ব্যবহার করে। এ কাজটি করার জন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করুন :

ধাপ-১ : এ কাজটি করার সবচেয়ে দ্রুতগতির উপায় হলো স্টার্ট মেনু ওপেন করে 'Adjust the appearance and performance of Windows' টাইপ করা।

ধাপ-২ : এবার Control Panel-এর অন্তর্গত ফলাফলে ক্লিক করলে একটি ডায়ালগ বক্স ওপেন হয়।

ধাপ-৩ : আপনি সুনির্দিষ্ট ডিজ্যুয়াল ইফেক্ট ডিজ্যাবল করতে পারবেন ও স্ক্রল মেনু থেকে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবেন অথবা সিলেক্ট করতে পারবেন 'adjust for best performance', যাতে এগুলো বন্ধ হয়।

ধাপ-৪ : Ok-তে ক্লিক করুন।

হার্ডডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টেশন

পুরনো কমপিউটারে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টেশন। আমরা জানি, কমপিউটার যত বেশি ব্যবহার হবে, হার্ডড্রাইভের তথ্য তত বেশি বিক্ষিপ্ত বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। ফলে ডাটা রিড করতে বা প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করতে কমপিউটারকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। ডিস্ক ডিফ্র্যাগ কার্যকর করার মাধ্যমে আপনি পরিষ্কারভাবে শনাক্ত করতে পারবেন সব তথ্য, কমপিউটারের স্পিড বাড়বে।

ধাপ-১ : ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার খুঁজে পেতে চাইলে Control Panel-এ গিয়ে নেভিগেট করুন System and Security অপশনে এবং খোঁজ করুন অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ এর অন্তর্গত।

ধাপ-২ : বর্তমানে আপনার ডিস্ক কেমন ডিফ্র্যাগমেন্টেড হয়েছে তা অ্যানালাইসিস করতে পারেন এই উইন্ডোর বাটন ব্যবহার করে বা সরাসরি প্রসেসকে রান করুন। আপনার কমপিউটারের প্রতিটি ড্রাইভে এটি পারফর্ম তথা কার্যকর করার জন্য দরকার হবে। সুতরাং আপনার প্রতিটি ড্রাইভে এ প্রসেস রান করানো নিশ্চিত করুন।

লক্ষণীয়, শুধু ট্র্যাডিশনাল হার্ডড্রাইভে (HDDs) ডিফ্র্যাগমেন্ট কাজ করে। যদি আপনার সিস্টেমের হার্ডড্রাইভটি সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD) হয়ে থাকে, তাহলে এটি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।



র‍্যাম আপগ্রেড করা

যদি আপনি আরও ভালো পারফরম্যান্স পেতে চান, কিছু বিষয় আপগ্রেড করার কথা ভাবতে পারেন। যদি আপনার সিস্টেমটি রান করে থাকে ২ জিবি র‍্যামে, তাহলে বাড়তি কয়েক জিবি র‍্যাম যুক্ত করতে পারেন, যার জন্য বাড়তি খুব বেশি কিছু খরচ হবে না। এর ফলে পারফরম্যান্সে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে দেখা যাবে।

এসএসডিতে সুইচ করা

যেহেতু এসএসডিতে কোনো মুভিং অংশ নেই, তাই রিড/রাইট স্পিড পুরনো অপটিক্যাল (স্পিনিং ডিস্ক) হার্ডড্রাইভের চেয়ে অনেক উন্নত। তাই এসএসডিতে সুইচ করলে সিস্টেমের



পারফরম্যান্স কিছুটা উন্নত হয়।

অপারেটিং সিস্টেমকে লিনআক্সে সুইচ করা

আরও জোরালো অপশন হলো পুরনো অপারেটিং সিস্টেমকে ছুড়ে ফেলা এবং এর পরিবর্তে একটি লিনআক্স বা উবুন্টু ডিস্ট্রিবিউশনকে ইনস্টল করা। অবশ্য এ প্রক্রিয়া গেমিংয়ের জন্য আদর্শ নয়। পুরনো হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে, ওয়ার্ড প্রসেসর, মিউজিক ও ওয়েব সার্ফিংয়ের মতো কিছু সাধারণ কাজ নতুন মেশিনের মতো সম্পন্ন করা যায়। এটি ফ্রি, সহজেই ইনস্টল করা যায় ও লো-রিসোর্স



কম রিসোর্স ব্যবহারকারী সফটওয়্যার

অপশনসহ প্রত্যেকের উপযোগী অনেক ভার্সন বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে, যা আপনার পুরনো কমপিউটারকে সাবলীলভাবে রান করাবে। যদি আপনি লিনআক্সে রূপান্তর হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন, তাহলে ইনস্টল করে নিন যেকোনো লিনআক্স ডিস্ট্রিবিউশন।

দক্ষতার সাথে টেক-টাইম ম্যানেজ করা

এটিকে ঘিরে করার কিছুই নেই। একটি পুরনো কমপিউটার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো কাজ করে

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com